প্রথম আলো
অনলাইন সংস্করণ

ঢাকা, বুধবার, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮, ১৭ পৌষ ১৪১৫, ২ মহররম ১৪৩০
বর্ষ ১১, সংখ্যা ৫৫, আপডেট : বাংলাদেশ সময় রাত ২টা ১৫ মিনিট

# দারিদ্র্য ও বৈষম্য: ভবিষ্যৎ চিন্তা

সাজ্জাদ জহির

বহু প্রতীক্ষার পর সাধারণ নির্বাচনে সংসদের সদস্য বাছাই হয়েছে। আমরা আশা করব যে দেশের সার্বিক মঙ্গলের দিক বিবেচনায় এনে বিজয়ী দল উন্নয়ন ও সংস্কারকামীদের নিয়ে কল্যাণমুখী রাজনৈতিক-সংস্কৃতি গড়ে এ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির পথ সুগম করবে। সেই প্রেক্ষাপটে আমার এই প্রস্তাবমালা।

আমার মুখ্য প্রস্তাব–ব্যক্তিকে কেন্দ্রবিন্দু না করে প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে আগামী দিনের উন্নয়নচিন্তা ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। এ প্রস্তাব শুধু অর্থনৈতিক অঙ্গনের জন্যই নয়, তা সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের জন্যও প্রযোজ্য। একটি ছোট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমরা কি একেকটি ব্যক্তি বা পরিবার চিহ্নিত করে তাদের সাহায্য দেওয়ার মাধ্যমে দারিদ্র্যাবস্থার উন্নতি আনার চেষ্টা করব? নাকি যেসব প্রতিষ্ঠান স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে উঠলে ব্যক্তি ও পরিবারকে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার সুযোগ তৈরি করবে, তাদের গড়ে তুলতে সচেষ্ট হব? কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উদ্যোগের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, তবে সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু প্রতিষ্ঠান হওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে উল্লেখ্য যে, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বলতে শুধু সরকারি নীতিমালা অথবা তা বাস্তবায়নে প্রকল্পভিত্তিক কর্মকাণ্ডের কথা বলছি না, সেসব উদ্যোগকে কার্যকর করার লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহারও এর অন্তর্ভুক্ত।

নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে আমাদের মতো অনেক অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যকে উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রে আনা হয়। এর প্রকাশ শুরুতে দেখি গবেষণায়, যা বিপুলাংশে এ দেশের মেধাশক্তিকে ব্যস্ত রাখে, পরবর্তী সময়ে তা পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে পিআরএসপির মাধ্যমে। নতুন প্রতিষ্ঠান গড়া ও গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে ঋণ বিতরণে উদ্ভাবনী ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেও এ দেশের ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলো দারিদ্র্য বিমোচনে তাদের ভূমিকাকে বড় করে দেখিয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে অনুদান প্রাপ্তি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল। এরপর আমরা বাজেটে দারিদ্র্যভিত্তিক হিসাব, প্রকল্প অনুমোদনে দারিদ্র্য হ্রাসে তার ভূমিকা, হতদরিদ্রের কাছে পৌঁছানোর জন্য বেসরকারি-সরকারি নানাবিধ প্রকল্পে বিশাল অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ, ইত্যাদি লক্ষ করেছি। শুধু তাই নয়, সরকারের বিভিন্ন কার্যনির্বাহী সংস্থা, তথ্য সংগ্রহকারী পরিসংখ্যান ব্যুরো, এনজিও এবং সুশীল সমাজের অনেক ব্যক্তি দারিদ্র্যের হার পরিমাপ ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় নানা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ও সেসব কাজে ন্যস্ত আছেন। লক্ষণীয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তা স্থায়ী উৎপাদনশীল সম্পদে রূপান্তরিত হয়নি, এমনকি গরিব পরিবারের কাছে অর্থ সরবরাহের খরচ অনেক সময় প্রাপ্তির কয়েক গুণ থেকেছে। অথচ সে অর্থ হয় বহির্বিশ্ব থেকে আমাদের দেনা করতে হয়েছে, অথবা সরকার তা অভ্যন্তরীণ ঋণ বা কর আয়ের থেকে বহন করেছে। এসব প্রক্রিয়ায় সম্পদ-বণ্টন বিকৃত হয়ে অনুৎপাদনশীল খাত উৎসাহিত হয়েছে, সরকারের (ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের) দেনার বোঝা বেড়েছে এবং রাজনীতির অঙ্গনে পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনেকেই হয়তো বলবেন, দারিদ্র্যের হার কি কমেনি? নিশ্চয়ই কমেছে, ১৯৯১-৯২ সালের ৫১ দশমিক ৬৩ হার থেকে কমে ২০০৫ সালে ৪০ শতাংশে নেমেছে (যদিও বহুজাতিক সংস্থার কারিগরি সহায়তায় তৈরি ২০০৭-এর বিবিএস প্রতিবেদন ১৯৯১-৯২ সালের দারিদ্র্য হার ৫৬ দশমিক ৬ শতাংশে পুনর্নির্ধারণ করেছে)। কিন্তু এই হ্রাসের কারণ অন্যত্র পাওয়া যায়–ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড, তৈরি পোশাকের অগ্রযাত্রা এবং বাইরের বাজারে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকদের পাঠানো অর্থ (রেমিট্যান্স) দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। (উল্লেখ্য, ভিন্ন নাগরিকত্ব নিয়ে প্রবাসী

বাঙালিদের সমার্থকভাবে দেখার প্রবণতার ত্রুটি রয়েছে এবং এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা আবশ্যক)।

এসবের তুলনায় নিরাপত্তাবেষ্টনীধর্মী কর্মসূচির আওতায় যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তার অবদান নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী ও নগণ্য। কোনো স্বল্পকালীন বিপর্যয় ঠেকানোর জন্য অবশ্যই সে ধরনের কর্মসূচির প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য কর্মসংস্থান প্রসারের উপযোগী পুঁজির বিকাশ আবশ্যক। এর জন্য প্রয়োজন উদ্যোগী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যা গড়ে তুলতে সহযোগী ভূমিকায় থাকবে সরকারি প্রশাসন ও উন্নয়নমুখী রাজনৈতিক ব্যবস্থা। একই সঙ্গে উল্লেখ্য যে, সমাজমুখী ব্যক্তি ও উদ্যোক্তা চলমান ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হলে সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গন ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে না বলে পারছি না, আশির দশক অবধি ছাত্ররাজনীতি সমাজ ও দেশমুখী মানুষ গড়তে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল, যা পরবর্তী সময়ে অনেক ক্ষেত্রে মানবসম্পদ গড়ার পরিপন্থী হয়। এটা যদি সত্য হয়, আমরা কি রাজনীতি বর্জন করব, নাকি রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ডের গুণগত পরিবর্তন চাইব?

বিজয়ী দলের অগ্রাধিকারের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে �দারিদ্র্য ঘোচাও বৈষম্য রুখো� স্থান পাওয়ায় অনেকেই আমার মতো আশান্বিত। এর আওতায় নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লিখিত দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করব–কৌশল হিসেবে কৃষি ও পল্লীজীবনে গতিশীলতা এবং হতদরিদ্রের জন্য সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর বিস্তার। শুরুতেই বাংলাদেশে দারিদ্র্যের রূপ প্রসঙ্গে স্বল্প কথায় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে–(১) প্রতিটি মানুষ সম্মানজনকভাবে বাঁচতে চায় এবং তাই সম্মানজনক পারিশ্রমিকে কর্মসংস্থান তার মুখ্য কাম্য। উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাবকেই দারিদ্র্যের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা জরুরি। (২) অনেকে যোগ্যতার অভাবে সুযোগ ব্যবহারে ব্যর্থ হয়। তাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রসার এনে অধিকতর যোগ্য মানুষ গড়ে তোলা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এই প্রসার অনেক ক্ষেত্রে গুণগত মান কমিয়েছে, যা ফলে বর্তমান সেবা ব্যবসার প্রসার ঘটালেও সে তুলনায় যোগ্য মানুষ গড়তে ব্যর্থ হয়েছে। অধিকতর দুঃখের বিষয়, যে হারে কর্মযোগ্য মানুষ এ দেশ তৈরি করেছে, তা ধারণ করার জন্য পর্যাপ্ত পুঁজি ও কর্মসংস্থান দেশে গড়ে ওঠেনি। (৩) আর্থিক সচ্ছলতার বিচারে আঞ্চলিক ভেদাভেদ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত, অন্য এলাকার তুলনায় দেশের দক্ষিণাঞ্চল অনেকাংশে পিছিয়ে গেছে। এর প্রতিফলন সেসব এলাকার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক অঙ্গনেও পাওয়া যাবে। নির্বাচিতদের তুলনা করলেও তার প্রকাশ দেখা যেতে পারে। এই আঞ্চলিক বৈষম্যের পেছনে অন্য কারণের মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বণ্টনে বৈষম্য এবং পদ্মার ওপর দিয়ে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা। (৪) ক্ষমতার অভাবে ও সরকারি অব্যবস্থার কারণে নিজস্ব সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব রাখতে বিরাটসংখ্যক জনসাধারণ ব্যর্থ হয়, যা তাদের দারিদ্র্যসীমার নিচে ঠেলে দেয়। এর জ্বলন্ত উদাহরণ পাওয়া যায় জমিস্বত্বকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী স্বেচ্ছাচারিতায়। (৫) কৃষিনির্ভর দেশে মঙ্গা একটি চিরন্তন সমস্যা। এর ওপর বিচেনাহীন গুরুত্ব দেওয়ায় সম্পদ বণ্টনে বিকৃতির আশঙ্কা রয়েছে। ভাবাবেগে চালিত না হয়ে এ ব্যাপারে পুনর্ভাবনা প্রয়োজন। (৬) সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচি অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত থাকতে পারেনি। এ ছাড়া আগে উল্লেখ করেছি যে, পুরো প্রক্রিয়া দেনা ও নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে এবং এর স্থায়িত্ব নেই।

কৃষিতে গতিশীলতা আনা অবশ্যই একটি সম্ভাব্য পথ। কিন্তু তা আনতে নির্বাচনী দুটি প্রতিশ্রুতি পুনরায় ভেবে দেখা প্রয়োজন। চালের দাম বিড়ম্বনাময় হয় যখন মানুষ তা কেনার ক্ষমতা রাখে না। অসচ্ছল পরিবারের কাছে চাল সরবরাহ এবং বাজারে চালের দাম কমিয়ে আনার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত রয়েছে। বাজারে দাম কমিয়ে আনলে তা কৃষির প্রসারে বিঘ্ন ঘটাবে। অপরদিকে অধিক দামে কৃষকের (বা মিলের) কাছ থেকে চাল কিনে স্বল্প দামে তা বাজারে বিক্রি করতে হলে পুরোনো দিনের মতো জগদ্দল সরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এর পরিণতি হবে সরকারি বাজেটে, সরকারি ব্যবস্থাপনায় ও বাজারের ওপর নির্ভরশীল হাজারো ছোট-বড় ব্যবসায়ীর ওপর অভাবনীয়। একই দুরবস্থা ঘটবে বিনা দামে সার বিতরণ করতে চাইলে। যেখানে জোগান পর্যাপ্ত নয়, শুভ কামনা থাকলেও এ ধরনের উদ্যোগ অবধারিতভাবে অনিয়ম ও দুঃশাসনের জন্ম দেবে।

পরিসরের স্বল্পতার কারণে অল্প কথায় ইতি টানব। আমি স্বপ্ন দেখি এমন এক রাজনৈতিক নেতৃত্বের, যে নিজে সম্পদ বণ্টনে হাত কলঙ্ক করবে না, কিন্তু সম্পদ বণ্টনের নীতিমালা তৈরি করবে এবং তা বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না, তা নিরীক্ষণ করবে। যে গোপনে দেশের সম্পদ বিক্রি করবে না, প্রয়োজনে বিক্রি করতে হলে সাহসের সঙ্গে সবাইকে জানিয়ে উপযুক্ত দামে তা বিক্রি করবে। যে দেশের প্রয়োজনে দ্রব্যাদি ক্রয় করবে সবাইকে জানিয়ে এবং উপযুক্ত দামে। এ ব্যবস্থা যে পরিমাণে আমাদের সম্পদ সাশ্রয় করবে, তা দিয়ে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচি অর্থায়নের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন হবে না। যত দিন সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও বণ্টনের মূল নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের দ্বারা চালিত, তা থেকে প্রসূত বৈষম্য দূর করতে হলে সেই ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও আমূল সংস্কার আনা একান্তই প্রয়োজন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই ব্যবস্থাপনার সঙ্গে রাজনৈতিক দল এবং সরকারি সামরিক ও বেসামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ড. সাজ্জাদ জহির: অর্থনীতিবিদ

**URL : http://www.prothom-alo.com/print.php?t=sp&nid=NjYw**

x বন্ধ করুন | প্রিন্ট করুন

**Home** | **About Us** | **Feedback** | **Contact**

Best viewed at 1024 x 768 pixels and IE 5.5 & 6

**Editor : Matiur Rahman, Published by : Mahfuz Anam, 52 Motijheel C/A , Dhaka-1000.**
News, Editorial and Commercial Office: CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.
Phone: (PABX) 8802-8110081, 8802-8115307-10, Fax: 8802-9130496, E-mail : info@prothom-alo.com

Copyright 2005, All rights reserved by
**Privacy Policy** | **Terms & Conditions**